দৈনিক সংবাদ

তারিখ 13 NOV 1988
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম 1 ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

00L010

এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে কলেজ লাইব্রেরীর নামকরণ হবে

ডাঃ সেকান্দর আলী মহাবিদ্যালয় শেরপুর জেলা শহরের একমাত্র বেসরকারী মহাবিদ্যালয়। ডাঃ সেকান্দর আলী সাহেব ১০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের জমি দান করে জ্ঞানের আলো বিতরণের অমরত্ব লাভের সুযোগ গ্রহণ করেছেন। তারই মত এই মহাবিদ্যালয়টির জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থাগারটি যে কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংগঠনের নামে উৎসর্গ করার জন্য কলেজ কমিটির বিগত সভায় এক সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, মাত্র এক লক্ষ টাকা যিনি দেবেন তাঁর বা তাঁরই মনোনীত নামে গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হবে। এ লক্ষ টাকা এক সংগে না পারলে পর্যায়ক্রমে দিলেও চলবে।

এ ব্যাপারে যে কোন মহৎ, দানশীল, জ্ঞানানুসন্ধানী সহৃদয় দেশপ্রেমিক ব্যক্তি বা সংস্থাকে এগিয়ে এসে জ্ঞানের আলো বিতরণে সহায়তা করতে আবেদন জানাচ্ছি।

কলেজ কমিটির পক্ষে
মুহম্মদ আখতারুজ্জামান
অধ্যক্ষ-সম্পাদক
ডাঃ সেকান্দর আলী কলেজ
শেরপুর টাউন, শেরপুর।

বোর্ডের বই-এর রচনা ও সম্পাদনা

সংবাদ-এর ৪ঠা নভেম্বর তারিখের চিঠিপত্রের কলামে মিসেস জুবাইদা আখতারের দ্বিতীয় শ্রেণীর 'আমার বই' সম্পর্কিত চিঠির জন্য তাকে ধন্যবাদ।

বস্তুতঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ঐ বইটির সম্পাদকমণ্ডলী এমনি অনৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন যে, তাদেরকে রীতিমত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। উল্লেখিত ভুলসমূহ ছাড়াও আরও অনেক ভুল এবং বিভ্রান্তি ঐ পুস্তকে আছে। যেমন "উড়োজাহাজ" নামক লেখাটির শেষে পাইলট শব্দের অর্থ দেয়া হয়েছে। অথচ ঐ রচনায় পাইলট শব্দটি কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। শিশুরা এতে স্বাভাবিকভাবেই বিভ্রান্ত হয়। আরেকটি রচনার শেষে "ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ে" ড্যাশ এবং এরপর একাধিক উত্তর দেয়া আছে, তার মধ্যে সঠিক উত্তর 'মিঠা পানিতেও' আছে। অথচ মূল রচনার কোথাও মিঠা পানিতে ডিম ছাড়ার কথা নেই। অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি কি হবে তা কোথাও দেয়া নেই। যে অবিশ্বাস্য গাফিলতি সম্পাদকমণ্ডলী দেখিয়েছেন তার পরিপেক্ষিতে আমরা দাবী করছি যে, এই সকল ব্যক্তিকে বোর্ডের বই সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে অবিলম্বে অব্যাহতি দেয়া হোক এবং সে স্থানে যোগ্য লোকজন বহাল করা হোক।

আফজাল চৌধুরী, ৫৯, দীননাথ সেন রোড, ঢাকা-৪।